ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে প্রকৌশল শিক্ষা বুয়েট আবার অশান্ত হতে পারে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

তার হাওয়া লাগে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়েও। অনেকটা হঠাৎ করেই তখন প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (প্রবিশিস) ভিসি বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। জাতীয় রাজনীতির বিষাক্ত ধোঁয়া এসে লাগে বুয়েটে। ফলে বুয়েট উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী বুয়েটের শিক্ষকরা রাজনীতির অধিকার থেকে বঞ্চিত। এটি আর কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য হোক বা না হোক বুয়েটের জন্য ছিল মঙ্গলজনক। '৯৬-এর সরকার পরিবর্তনের পর থেকে লিখিতভাবে না হলেও অলিখিত উপায়ে বুয়েট সেই আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। ভিসিবিরোধী আন্দোলনে শিক্ষক সমিতি দু'মাস কর্মবিরতি পালন করে। অবশেষে উদ্দেশ্য সফল হয়। বুয়েটের স্মরণকালের সবচেয়ে সফল ভিসি ডঃ শাহজাহানকে ভিসি পদ থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। নতুন ভিসি হিসেবে সরকার সানন্দে বঙ্গবন্ধু প্রকৌশলী পরিষদের ডঃ নজরুল ইসলামের নাম প্রস্তাব করে। কিন্তু বেঁকে বসে শিক্ষক সমিতি। ফলে ভিসি ডঃ শাহজাহানকে গদিচ্যুত করার একটি স্বপ্ন পূরণ হলেও নয়া ভিসি নিয়োগের সরকারী স্বপ্ন ব্যাহত হয়। তখন সিনিয়রিটির ভিত্তিতে ডঃ ইকবাল মাহমুদকে ভিসি পদে নিয়োগ দেয়া হয়। অবশ্য ডঃ নজরুলকে বুয়েট থেকে নিয়ে গিয়ে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি বানানো হয়েছিল। স্বভাবতই সরকার আশা করেছিল নয়া ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ সরকারের প্রতি অনুগত হবেন। কিন্তু তিনি ছিলেন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং আত্মমর্যাদাবোধে উজ্জীবিত। গত বছর স্থাপত্য বিভাগের সৃষ্ট সংকট ও আন্দোলনের সময় সরকার অনেকটা অনাকাংক্ষিতভাবে বুয়েটের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে বসে। বুয়েটের স্বায়ত্তশাসনে সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায়ের অবৈধ হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদসহ প্রশাসনিক কাজে নিয়োজিত সব শিক্ষক একযোগে পদত্যাগ করে ফেললে সরকারী মহল দারুণভাবে অপমানিত ও বিব্রতবোধ করে। বুয়েট আবার অশান্ত হয়ে ওঠে। শিক্ষক সমিতি সে সময় ডঃ মাহমুদকেই ভিসি পদে বহাল রাখার দাবী করে বসে। তারা 'অন্য কোন ভিসির নিয়োগ মেনে নেবেন না' বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন। এ দাবী নিয়ে সমিতি ৩৯ দিন কর্মবিরতি পালন করলেও সরকার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করেনি। সংকট নিরসনে সরকারের উদ্যোগহীনতার কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেও বুয়েট সরকারী সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। ছাত্র ও শিক্ষকদের উচ্চ শিক্ষার্থে ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনে দেশের বাইরে গমনে বাধা দেয়া থেকে নিয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)-তে বুয়েটকে অন্তর্ভুক্ত না করে বাজেট শূন্য করা হয়। শিক্ষক সমিতি ৩৯ দিনের কর্মবিরতি প্রত্যাহার করলেও এ সময় অন্য এক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় বুয়েট। বিশ্বকাপ ফুটবল খেলা দেখার অজুহাতে নতুন করে সংকট সৃষ্টির পাঁয়তারা শুরু হয়। ছাত্র-ছাত্রীরা বিশ্বকাপ দেখার জন্য ক্লাস বন্ধ করতে ছৈ ছৈ, ভাংচুর, অবরোধসহ বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করে। কর্তৃপক্ষ অবস্থার অবনতিতে মাসখানেকের জন্য বুয়েট বন্ধ ঘোষণা করে। এরপর শেষবর্ষের ছাত্ররা ক্লাস করার দাবীতে পুনরায় হৈ চৈ ও মিছিল-মিটিং-এর আয়োজন করে। শোনা যায়, একটি চিহ্নিত গ্রুপই একবার ক্লাস বন্ধ আবার শেষবর্ষের ক্লাস শুরু ইত্যাদির দাবীতে অশান্ত অবস্থা সৃষ্টি করতে থাকে। এক উপায়ে ভিসিকে সরাতে না পেরে সরকার সমর্থিত ছাত্র গ্রুপটি বুয়েটকে অশান্ত করে ভিসিকে অযোগ্য প্রমাণের অপচেষ্টায় নেমেছিল বলেই অভিজ্ঞমহলের ধারণা। ছাত্র রাজনীতি কলুষিত না হলেও একটি বিষাক্ত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে বুয়েটের ভাগ্য বিড়ম্বিত হতে থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয়কে সমূহ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষার স্বার্থে ভিসি ডঃ ইকবাল মাহমুদ তার পদত্যাগপত্র গ্রহণের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করলে বেশ কিছুদিন পর হঠাৎ তার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করে সরকার ডঃ নূরউদ্দীন আহমেদকে ভিসি পদে নিয়োগ দেয়। কিন্তু শিক্ষক সমিতি 'অন্য কোন ভিসি নিয়োগ মেনে নেবে না' এই দাবীতে ৩৯ দিন কর্মবিরতি পালন করলেও এ সময় তারা অজ্ঞাত কারণে চুপ থাকে। সিনিয়রিটির দিক দিয়ে আইপিই বিভাগের আনোয়ারুল আজিম ভিসি হবার জন্য যোগ্যতম হলেও শিক্ষক সমিতি '৯৬-এর আপত্তি দূরে থাক, এ ব্যাপারে টুঁ শব্দটি করেনি। শোনা যায়, ডঃ আনোয়ারুল আজিমের বিরুদ্ধে জামায়াতপন্থী হবার অভিযোগ তুলে সমিতি এই ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা বিসর্জন দিয়েছিল। সে সময় বুয়েটে যে 'সিস্টেম ব্রেক' হতে শুরু করে তার ধাক্কা সহজে সামলে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে বুয়েট প্রায়ই অশান্ত হয়ে উঠছে এবং উঠবে বলে অভিজ্ঞমহল ধারণা করছেন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় জেতীয় জাত সংগঠনের (ঔচ্চেস) ভিত্তি শক্তি আজ ধ্বংসের মুখোমুখি।

সম্প্রতি শিক্ষকদের কোয়ার্টারে ব্যাপক ভাংচুর ও হামলা, বুয়েট দু'মাস বন্ধ থাকা, ৫৭ জন ছাত্রকে বিভিন্ন মেয়াদের বহিষ্কারাদেশ ও জরিমানা এবং পরবর্তী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে পূর্বের মত একই কারণ ও উদ্দেশ্য ধরা পড়ে। ক্লাস টেস্টে প্রশ্নি দেবার অপরাধে বহিষ্কৃত ছাত্র দীপুর বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহারের দাবীতে আবারও বুয়েটকে অশান্ত করে তুলেছিল কোন স্বার্থান্বেষী গ্রুপ। পূর্বাপর ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখলে ঘটে যাওয়া প্রতিটি ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র পাওয়া যাবে। সামগ্রিক ঘটনাবলীতে অদৃশ্য কোন নায়কের হাত ছিল বলে তথ্যাভিজ্ঞমহল মনে করছেন। তারা ঘটনার সাথে গত বছর সংঘটিত স্থাপত্য বিভাগের বিশৃঙ্খলার যোগসূত্রের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। সে সময় শিক্ষক সমিতির আন্দোলন ও কর্মবিরতিতে অপমানিত ও বিব্রত সরকারী মহলের কেউ এবারের ঘটনায় কলকাঠি নেড়েছেন কিনা সে বিষয়েও অভিজ্ঞ মহলে যথেষ্ট সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। গত ২৬ এপ্রিল ক্যাম্পাসে ভাংচুর ঘটনার পূর্বে ডিবি পুলিশ ৩ জন ছাত্রকে সবার সামনে দিয়ে এমনভাবে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়– দেখে মনে হয়েছিল তারা গ্রেফতারের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিল। ক্যাম্পাস থেকে গ্রেফতার করতে হলে প্রশাসনের অনুমতি প্রয়োজন। কিন্তু কার নির্দেশে ৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল এ ব্যাপারে কেউই মুখ খুলছেন না। ভিসি ও ছাত্র কল্যাণ পরিচালক এই নির্দেশ দেননি বলে তারা স্পষ্ট জানিয়ে দেন। গ্রেফতারের খবর পেয়েই ছাত্ররা তীব্র ক্ষোভে ফেটে পড়ে এবং ভাংচুরে নেমে যায়। রহস্যজনক হলেও সত্যি যে, এই গ্রেফতার নাটক সবার সামনে রাত ১০টার দিকে ঘটলেও কর্তব্যরত পুলিশের লিখিত রিপোর্টে রাত ১২টার পরে যখন 'ভাংচুর শেষের পথে' তখন গ্রেফতার করা হয়েছিল বলে উল্লেখ করা হয়। আবার শিক্ষকদের কোয়ার্টারে ভাংচুরের ঠিক আগ মুহূর্তে কোয়ার্টার থেকে পুলিশ প্রহরা সরিয়ে নেয়া হয়। অনেক পরে পুলিশ উপস্থিত হলেও ভাংচুর চলাকালীন তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের এই রহস্যজনক আচরণ কারা নিয়ন্ত্রণ করেছিল, এর নেপথ্য নায়ক কে– তা এখনও উদঘাটন করা সম্ভব হয়নি। ঘটনার সময় শিক্ষকদের আবাসিক এলাকা থেকে এক রাউন্ড তদন্ত করে বুয়েট প্রশাসন ৫৭ জন ছাত্রকে কমবেশী শাস্তি প্রদান করেছে। কিন্তু সবদিক বিবেচনা না করে একটি বিশেষ শ্রেণী শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করে দেয়। তারা পত্র-পত্রিকায় অপ্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষকদের কনসালটেন্সি, বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া ইত্যাদি বিষয় উত্থাপন করে। অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল, শিক্ষকদের লাঞ্ছিত করার সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে তারা যেন উঠেপড়ে লেগেছেন। গত বছর বুয়েটে সরকারী মহলের অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে শিক্ষকদের অবস্থানে ক্ষুব্ধ কোন মহল পুরো ঘটনার নিয়ন্ত্রক কিনা তা বিশেষজ্ঞমহল খতিয়ে দেখছেন। সাম্প্রতিক ঘটনায় সবচেয়ে সমালোচিত হয়েছেন ছাত্র কল্যাণ পরিচালক আলহাজ ডঃ শামীম জেড বসুনিয়া। ভাংচুরে ছাত্রদের উসকানি দেবার অভিযোগ আনা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে। কিন্তু যে হলে দাঁড়িয়ে তিনি ভাংচুরের উসকানি দিয়েছিলেন বলে প্রচার করা হয়েছিল ঘটনাসূত্রে জানা গেছে যে, তিনি শেষরাতের মত ২৪ এপ্রিল সেই হলে গিয়েছিলেন। অথচ ভাংচুর শুরু হয় ২৫ এপ্রিল গভীর রাত থেকে। 'এত কম ভাংচুরে বুয়েট বন্ধ হবে না'– বলে ভাংচুরে ইন্ধন যোগানোর জন্য ডঃ বসুনিয়ার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তথ্যাভিজ্ঞমহলের হিসাবে মেলে না। এ ব্যাপারে ডঃ বসুনিয়া বলেন, 'নিজের বাড়ীঘর ভাঙতে এবং স্ত্রী-পরিজনদের আতঙ্কিত করে তুলতে আমি নিজেই ছাত্রদের ইন্ধন দিয়েছি– এমন অভিযোগ নেহাত হাস্যকর।' তবে শিক্ষকরাও এক্ষেত্রে পুরোটা নিরপরাধ নন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

অতীতেও তারা স্বার্থ উদ্ধারের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। সাম্প্রতিক ঘটনার পেছনে তাদের যথেষ্ট ইন্ধন ছিল বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ইন্ধনের কারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে স্বার্থ হাসিল। শিক্ষকদের উচ্চাভিলাষী একটি গ্রুপ ভিসি হবার স্বপ্ন দেখায় মগ্ন। তারা সুযোগ পেলেই ঘোলা পানিতে মাছ শিকারে নামেন। একটি গ্রুপ বুয়েটে প্রোভিসির পদ সৃষ্টি করে প্রোভিসি হবার স্বপ্ন দেখে। জাতীয় রাজনীতির কলুষতা থেকে কিছুটা মুক্ত থাকলেও শিক্ষকরা আভ্যন্তরীণ কূটকৌশল ও আন্তঃরাজনীতিতে পারদর্শী। বারবার বুয়েট উত্তপ্ত হবার পেছনে এই গ্রুপগুলো অনেকটা সক্রিয় বলে বিশেষজ্ঞ মহলের ধারণা।

শিক্ষক সমিতিও বরাবর তাই চেয়ে আসে। তিনি এই প্রতিনিধির সাথে আলাপকালে ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন, আমি সমিতির সভাপতি। ভিসি পরিবর্তনের জন্য আমাদের কার্যক্রম হলে আমারই তো ভিসি হবার কথা। কিন্তু এ অভিযোগ কেউ তোলেনি। ডঃ হোসেন বলেন, অন্য কারো ভিসি হবার স্বপ্ন পূরণের জন্য শিক্ষক সমিতি কাজ করে না। তিনি বলেন, আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন কাজের সাথে সারাদিন ব্যস্ত থাকি। আমাদের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের জবাব দেবার সময় আমাদের নেই। তিনি শিক্ষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের তীব্র নিন্দা জানান। তবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা সামগ্রিক ব্যাপারের জন্য চরমভাবে ক্ষুব্ধ। তারা সেশনজটসহ তাদের ক্যারিয়ার নিয়ে দারুণ উদ্বিগ্ন। পুরকৌশল বিভাগের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক ছাত্র ক্ষোভের সাথে জানান, দোষী যে বা যারাই হোক না কেন, তাদের জন্য সাড়ে ৪ হাজার ছাত্র কেন খেসারত দেবে? তিনি বলেন, কর্তৃপক্ষ দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণের মাধ্যমে সংকট সৃষ্টি করছে এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়ে সংকটের সুষ্ঠু সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছে।

এদিকে ভাংচুর ঘটনার পরদিন গঠিত সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য গত মঙ্গলবার হঠাৎ ভেঙ্গে গেছে। ঐক্য প্রথম থেকেই ঐদিনের ঘটনা তদন্তে বুয়েট প্রশাসনের তদন্ত কমিটি বাতিল এবং বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে আন্দোলন করে আসছিল। হঠাৎ করে গত সোমবার ছাত্রঐক্যের শরিক দল ছাত্রলীগ বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দাবী থেকে সরে আসে। পরে ছাত্রঐক্যের অপর শরিক ৩টি সংগঠন জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট ও ছাত্র ইউনিয়নের চাপে তারা বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবীতে ঐকমত্য পোষণ করলেও আন্দোলনের কর্মসূচীতে বেঁকে বসে। সর্বোচ্চ সাজাপ্রাপ্ত ৪ জন ছাত্র ছাত্রলীগের একনিষ্ঠ নেতা ও কর্মী। ছাত্রলীগ বর্তমানে পরীক্ষা দু'সপ্তাহ পিছিয়ে সাজাপ্রাপ্ত ৪ ছাত্রের জন্য স্থগিতাদেশ আনার প্রস্তাব করে। কিন্তু অপর ৩ দল বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটির দাবীতে দুর্বার আন্দোলনের সিদ্ধান্তে অটল থাকে। ছাত্রঐক্যের ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তে হঠাৎ করে ছাত্রলীগের অবস্থান পরিবর্তনের ফলে ছাত্রঐক্য ভেঙ্গে দেয়া হয়। কিন্তু গত বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের চাহিদার অনুরূপ সিদ্ধান্ত নিয়ে ১২ দিন পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়ায় কর্তৃপক্ষের আচরণে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। যদি সুবিধা পেয়ে থাকে সেটা তার ভাগ্য। তবে শাস্তি প্রদানের ব্যাপারে এবার আমরা কঠোর হয়েছি। অপরাধীদের শাস্তি পেতেই হবে।

বুয়েটের এই সামগ্রিক ঘটনায় ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সকলেই উদ্বিগ্ন। আপাত সংকটের সাময়িক সমাধান হলেও টার্মফাইনাল পরীক্ষার পর ছাত্র সংগঠনগুলো বৃহত্তর আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে। ফলে বুয়েট আবার অশান্ত হয়ে উঠতে পারে। ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের গ্রেফতার করা হয়েছে প্রশাসনের অনুমতি ছাড়া।

প্রশাসনও এ ব্যাপারে মুখ খুলছে না। তাহলে ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধান কে করবে? শিক্ষকরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। শিক্ষক কোয়ার্টারের ৫০ গজ দূরে শক্তিশালী গেইট নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু এর শেষ কোথায়? সামগ্রিক ঘটনা বিশ্লেষণ করে অভিজ্ঞমহল মনে করছেন, বুয়েটকে বাঁচাতে হলে শিক্ষকদের শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে হবে, শিক্ষকদের আভ্যন্তরীণ রাজনীতির অবসান ঘটাতে হবে, সরকারের দলীয়করণের হাত থেকে বুয়েটকে মুক্ত রাখতে হবে, যে নেপথ্য শক্তি বুয়েটকে বারবার অশান্ত করে তুলছে তার মুখোশ উন্মোচন করতে হবে, সর্বোপরি বুয়েটকে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। তবেই দেশের প্রকৌশল শিক্ষার একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। কেউ কেউ বুয়েট চ্যান্সেলর পরিবর্তন করা উচিত বলেও অভিমত ব্যক্ত করছেন। অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী দেশের প্রেসিডেন্ট চ্যান্সেলর হবেন। কিন্তু '৯২-এ শিক্ষক সমিতি ও ছাত্র সংগঠনগুলো সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রেসিডেন্টের আগমনের বিরোধিতা করায় অস্থায়ীভাবে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীকে চ্যান্সেলরের দায়িত্ব দিয়ে অনুষ্ঠানে নিয়ে আসা হয়েছিল। সরকার পরিবর্তিত হলেও অস্থায়ী চ্যান্সেলর প্রধানমন্ত্রীর পরিবর্তে প্রেসিডেন্টকে এখনও চ্যান্সেলর ঘোষণা করা যায়নি। মূলত বুয়েটে ৩ বছর আগে অশান্তির যে বীজ বপন করা হয়েছে, ৩ বছর ধরে তাকে যত্নসহ লালন করা হয়েছে। প্রশাসন, শিক্ষক ও ছাত্র সবার মধ্যে অশান্তভাব বিরাজ করছে। একে সহজে শান্ত করা যাবে না। এর জন্য অশান্তির শিকড় খুঁজতে হবে। নতুবা অশান্ত বুয়েট ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হয়ে যাবে। দেশের প্রকৌশল শিক্ষাকে ধ্বংস করে

দৈনিক ইনকিলাব

ছাত্র-ছাত্রীরা খেসারত দিচ্ছে ঃ উদ্বিগ্ন অভিভাবক

ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে প্রকৌশল শিক্ষা

বুয়েট আবার অশান্ত হতে পারে

শফিকুর রহমান ঃ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)-এর সাম্প্রতিক ঘটনাবলী দেশের বুদ্ধিজীবীদের দারুণভাবে আলোড়িত করেছে। দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে প্রকৌশল শিক্ষার মান বজায় রাখার জন্য প্রতিষ্ঠান এবং উচ্চাভিলাষী ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবকসহ সর্বস্তরের মানুষ আজ উৎকণ্ঠিত। প্রকৌশল শিক্ষা এখন ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। বারবার বুয়েট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। বন্ধ থাকছে মাসের পর মাস। এই অশান্ত অবস্থায় সংকটের জন্যগুলো ভবিষ্যতে ভুগছে। ছাত্র রাজনীতির জন্য বুয়েট খুব কম সময়ই উত্তপ্ত ছিল। এখানকার ছাত্র রাজনীতি বাংলাদেশের অন্যান্য ক্ষেত্র থেকে অনেকটা ভিন্ন। রাজনৈতিক সংগঠন নেই বলেই চলে। বুয়েটের ছাত্ররাজনীতি দেশের জন্য একটি মডেলও বটে। বুয়েট বারবার অশান্ত হয়ে উঠার কারণ সমাধান করতে হলে পেছনে তাকাতে হবে। মূলতঃ বুয়েট অশান্ত হতে শুরু করে '৯৩-এ সরকারের পরিবর্তনের পর থেকে। নয়া সরকারের দায়িত্বগ্রহণ নীতি এবং অদূরদর্শিতার কারণে বুয়েটের অশান্তির শেষ ঘনীভূত হয়ে উঠতে থাকে। শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে এক অজানা দ্বন্দ্ব ও দুর্বিভূতা সৃষ্টি হয়। সুদূর সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নদীকেন্দ্রের মাধ্যমে ভিসি পরিবর্তনের যে কর্মকাণ্ড শুরু হয়।

(৮-এর পাতায় দেখুন)

তারিখ ... ২৫ মে ১৯৯৭ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...